দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 23 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

তারুণ্য

ভ্যাটবিরোধী আন্দোলন যে-বার্তা দিয়ে গেল

মো. শাকি হাসান বাপ্পী

তারুণ্যের শক্তি দুর্নিবার। যৌবনের এই শক্তিকে কোনোভাবেই দাবিয়ে রাখা যায় না, যতক্ষণ তারা সত্যের প্রতি অবিচল থাকে, ন্যায়ের সঙ্গে থাকে। ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং তারই ধারাবাহিকতায় নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের ইতিহাস কিন্তু তাই বলে। সর্বশেষ আন্দোলনের মুখে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি'র উপর আরোপিত ৭ দশমিক ৫ শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহৃত হওয়ার মধ্য দিয়ে পুরোনো সেই সত্যটি প্রমাণিত হল আবারও। এই সাফল্য এদেশের শিক্ষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক মাইলফলক হয়ে থাকবে।

এ থেকেই প্রমাণিত হয়, উত্থাপিত দাবি যৌক্তিক ও ন্যায্য হলে এবং তাতে সর্বস্তরের জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন থাকলে অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমেও তা আদায় করা যায়। এটি সত্যিই ব্যতিক্রমধর্মী একটি আন্দোলন, যেখানে সরকারি দলের মন্ত্রী-এমপি ও গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ব্যক্তিরাও শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবির সঙ্গে সহমত পোষণ করেছিলেন। বিরোধী দলীয় নেতারাও একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন শিক্ষার্থীদের এ আন্দোলনের সঙ্গে।

অপরদিকে, বহুদিন পর আবারও দেখা গেল ছাত্রসংগঠনগুলোকে এক কাতারে আসতে, একই সুরে গলা মেলাতে। সরকার দলীয় ছাত্রসংগঠন পর্যন্ত এ দাবির সঙ্গে একাত্মতা জানিয়েছে, দাবি মেনে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে। সত্যিই এগুলো আমাদের জন্য বড় ইতিবাচক দিক, হতাশার মধ্যেও যা একটুখানি আশার আলো দেখায়।

> প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের জন্য এবার সময় এসেছে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার। সকল প্রকার অন্যায্য ফি আদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার

এ দাবি আদায়ের মাধ্যমে যে বিজয় অর্জিত হল, তার কৃতিত্ব মূলত সবারই। ছাত্র, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে সাধারণ পথচারীদেরও। সর্বোপরি এ বিজয় ন্যায়ের, এ বিজয় ঐক্যের, এ বিজয় সত্যের, এ বিজয় অহিংস আন্দোলনের। এটি একটি অনন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে বাংলাদেশের আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাসে।

প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের জন্য এবার সময় এসেছে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার। সকল প্রকার অন্যায্য ফি আদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার। আশা করি, খুব শীঘ্রই সংশ্লিষ্ট ভার্সিটি কর্তৃপক্ষগুলোর কাছে তারা তাদের সেই যৌক্তিক দাবিগুলোও তুলে ধরবে।

এ আন্দোলন আমাদেরকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়ে গেল। আর তা হচ্ছে, শিক্ষা নিয়ে এদেশে কখনো বাণিজ্য চলবে না। এ দেশের জনগণ তা কখনোই মেনে নিবে না। আর যৌক্তিক কোন দাবি হলে এদেশের মানুষ দল-মত-নির্বিশেষে আবারও একই প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াতে কুণ্ঠাবোধ করবে না।

অবশেষে সরকারের বোধোদয় হওয়ায় এবং অতঃপর সুবিবেচক একটি সিদ্ধান্তে আসায় তাদের প্রতিও অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এটা সরকারের জন্যেও একটি সতর্কবার্তা— যা তাদেরকেও আরও সাবধানী করবে, আরও জনকল্যাণমুখী করবে, জনমতের প্রতি আরও শ্রদ্ধাশীল করে তুলবে।

জয় হোক মানবতার, জয় হোক সত্যের, জয় হোক জনমতের।

● লেখক: শিক্ষার্থী, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়